সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৬তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২
protiva.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
'আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি আসলেন। একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে ছোট ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলে আমাকে বলা হল, বড়কে দাও। তখন আমি তাদের মধ্যে বড় ব্যক্তিকে দিলাম' *(মুসলিম হা/২২৭১)*।

‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতিভা

৫৬তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২

- উপদেষ্টা সম্পাদক
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- সম্পাদক
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- নির্বাহী সম্পাদক
  রবীউল ইসলাম
- সহকারী সম্পাদক
  নাজমুল নাঈম
- ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
  মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয়
  - মিল'আত থেকে সাবধান! ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৬
  - আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ১২
- হাদীছের গল্প
  - মসজিদে নববী ১৫
- এসো দো'আ শিখি ১৭
- গল্পে জাগে প্রতিভা
  - বাগানের গল্প ১৮
- কবিতাগুচ্ছ ২১
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
  - মসজিদে নববীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২২
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৭
- শিক্ষাঙ্গন
  - ১০টি উপদেশ ২৮
- রহস্যময় পৃথিবী
  - বাঁশ সমাচার ৩১
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮
- যানবাহনের আদব ৩৯
- কুইজ ৩৯

বিদ'আত থেকে সাবধান!

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব? তারা হল ঐসব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গিয়েছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করেছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-০৪)*।

সুন্নাতের বিপরীত আমলই বিদ'আত। যার অর্থ নতুন সৃষ্টি। শারঈ অর্থে-ছহীহ দলীল ব্যতীত আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করাই বিদ'আত। সোনামণিরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিদ'আতের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তাহল পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম যেন কানায় কানায় পূর্ণ এক গ্লাস পানি। যদি তাতে কেউ এক ফোঁটাও পানি দেয় তাহলে মূল পানি থেকে সমপরিমাণ পানি গড়িয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করে তাহলে সমাজ থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাবেঈ বিদ্বান হাসসান বিন আত্বিইয়াহ বলেন, 'কোন জাতি যখন তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করে, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন না' *(দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮)*।

বিদ'আত এমনই এক পাপ যার কারণে সব আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং বিদ'আতী তওবা করার সুযোগ পায় না। কেননা সে নেকীর কাজ মনে করেই তা করে থাকে। ফলে বংশের পর বংশ তা চলতে থাকে। তাই একজন কবীরা গুনাহগার ব্যক্তির চাইতে একজন বিদ'আতী ইসলামের জন্য বেশি ক্ষতিকর। কেননা একজন সূদখোর, ঘুষখোর, চোর-ডাকাত বা এ জাতীয় পাপী তার এ কাজকে অন্যায় মনে করে থাকে। ফলে সে একসময় অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। এজন্যই খ্যাতনামা তাবেঈ সুফিয়ান ছাওরী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, 'ইবলীসের নিকট অন্যান্য পাপের চাইতে বিদ'আত অধিক প্রিয়। কারণ বিদ'আতী তওবা করে না। কিন্তু পাপী তওবা করে' (এজন্য যে, বিদ'আতী বিদ'আতকে নেকীর কাজ ভেবেই করে থাকে) *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৯)*।

বিদ'আতের পরিণতি উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের

শরী'আতে এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/১৭১৮ (১৮)*। ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় হল আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা তা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন নতুন সৃষ্টি হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা *(ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫)* আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এরই সুন্নাত। কারণ তাঁরা কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদনের বাইরে কোন কাজ করতেন না। যুগে যুগে বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার যেমন সাইকেল, ঘড়ি, চশমা, মটরগাড়ী, উড়োজাহায, মোবাইল ইত্যাদি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি হলেও শারঈ পরিভাষায় বিদ'আত নয়। তাই এগুলোকে গুনাহের বিষয় বলে মনে করা অন্যায়। অনেকে এগুলোকে অযুহাত করে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবে মি'রাজ-শবেবরাত, কুলখানী-চেহলাম প্রভৃতি বিদ'আত সমূহকে শরী'আতে বৈধ কিংবা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে থাকেন, যেটা আরো অন্যায় *(মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৬)*।

প্রিয় সোনামণি! তুমি কি একটু চিন্তা করেছ? তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শের নমুনা শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর জীবনে কখনো কি তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছেন? আবার তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাহাবীগণ জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে মীলাদ-ক্বিয়াম বা এরূপ আয়োজন করেছেন কি? তাঁরা কখনোই এরূপ করেননি। ছওয়াবের আশায় শবেবরাতে হালুয়া-রুটির ব্যবস্থা করা, মসজিদ রঙিন কাগজে সাজনো এবং সারারাত জেগে ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা, নামধারী পীর বা অলিদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীতে ওরশ উপলক্ষে বিভিন্ন তরীকায় দো'আ ও যিকরের আয়োজন করা ইসলামে নতুন সৃষ্টি। এগুলোর কোনটিই ইসলামে জায়েয নেই। অতএব হে সোনামণি! হাশরের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পেয়ে ধন্য হতে যাবতীয় বিদ'আতী আমল পরিত্যাগ করো। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

মসজিদে নববী

আবু জাহিদ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

তুমি সেখানে কখনো (ছালাত কায়েম করতে) দাঁড়িয়ো না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে ছালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন *(তওবাহ ৯/১০৮)*।

সূরা তওবাহ্র উক্ত আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদে যেরারে (ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদে) ছালাত আদায় থেকে নিষেধ করেন। ঘটনাটি ছিল যে, মদীনার ১২ জন মুনাফিক মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি মসজিদ তৈরি করে এবং সেখানে ছালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে আহ্বান জানায়। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন। ও

আয়াতের পরবর্তী অংশে মসজিদে নববীর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি নির্মিত হয়েছিল হিজরতের পর তাক্বওয়াশীল মুহাজির ও আনছারদের হাতে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি এখানেই জীবনের বেশিরভাগ ছালাত আদায় করেছেন। এজন্য পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এ মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

মুফাসসিরগণের অনেকে আয়াকে উল্লিখিত মসজিদকে মসজিদে ক্বোবা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এটিই ছিল ইসলামের প্রথম মসজিদ, মসজিদে নববীর আগে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে যার প্রতিষ্ঠা হয়। মূলত এ দু'টি মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ দু'টি মসজিদই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহভীরু মুমিনরা সেখানে ছালাত আদায় করতেন।

আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদে ছালাত আদায়কারীদের একটি উত্তম গুণ হিসাবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।

মসজিদে নববী

আবু সাইফ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার এ মসজিদে এক রাক'আত ছালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাযার রাক'আত ছালাতের চেয়েও উত্তম' *(বুখারী হা/১১৯০)*।

উক্ত হাদীছে 'আমার এ মসজিদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসজিদে নববী। এটি ছিল মদীনার প্রধান মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশ করার পর তাঁর উট যেখানে বসেছিল, সেখানেই পরবর্তীতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

ইসলামে মসজিদ সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হল 'কা'বা'। কেননা এটা বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহ্র ঘর। তারপর মর্যাদার দিক থেকে মসজিদে নববী বা নবী (ছাঃ)-এর মসজিদের অবস্থান। ইসলামে আনুগত্যের দিক থেকে যেমন আল্লাহ্র পরে রাসূল (ছাঃ)-এর স্থান, তেমনি মসজিদের মধ্যে বায়তুল্লাহ্র পরে মসজিদে নববীর স্থান।

ছালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন, যা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করলে ২৭ গুণ বেশি নেকী পাওয়া যায়। আর সেটি যদি মসজিদে নববীতে হয়, তাহলে সাধারণ মসজিদের তুলনায় এক হাযার গুণের চেয়েও বেশি নেকী পাওয়া যাবে।

শুধু ছালাত আদায় নয়, এই মসজিদে অন্যান্য আমলেও তুলনামূলক অধিক নেকী লাভ করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৫০২৭)*। কিন্তু মসজিদে নববীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একমাত্র কোন কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে এ মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জের নেকী লেখা হবে' *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১২৩)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মসজিদে নববীতে ভ্রমণ ও সেখানে আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(শেষ কিস্তি)

সোনামণি প্রশিক্ষণ :

সোনামণি সংগঠন শিশু-কিশোরদের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের ভিত্তিকে মযবূত করার জন্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (ছাঃ) এবং বিশুদ্ধ ইসলামী আমল ও আখলাক সম্পর্কিত উত্তম শিক্ষা লাভ করে থাকে। ফলে সুস্থ সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চা তাদের মনোজগতকে আলোকিত করে। সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. অর্থসহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা।

২. অর্থসহ বিশুদ্ধভাবে হাদীছ পাঠ শিক্ষা।

৩. বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪. ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ ও দো'আ মুখস্থ করণ।

৫. আদব বা শিষ্টাচার বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. আচার-ব্যবহার বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চুল-নখ ও পোশাক পরিধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮. সামষ্টিক পাঠ ও পর্যালোচনা।

৯. সোনামণি প্রতিভা পাঠ।

১০. বিবিধ।

বাস্তব ফলাফল :

১. সৎ উদ্দেশ্যে ও খালেছ অন্তরে কোন কাজের সূচনা হলে ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার ও স্থায়ী হয়। যার বাস্তব নমুনা 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। একদিন তিনি সোনামণিদের আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে রাজশাহী শহরের এক মসজিদে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

তার মধ্যে একটি শিক্ষা ছিল সম্ভাষণ বিষয়ে। সোনামণিরা কিভাবে একে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় করবে। তিনি বললেন, তোমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিয়ে মুছাফাহা করবে। তাহলে একদিকে তোমাদের ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। অন্যদিকে তোমাদের ছোট পাপগুলো ঝরে পড়বে। বাড়িতে প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ। 'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্র নিকট হতে প্রাপ্ত বরকতমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(নূর ২৪/৬১)*। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে ও খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে (বিসমিল্লাহ বললে) শয়তান তার সাথীদেরকে বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন ও রাতের খাবারের কোন ব্যবস্থা হল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান তার সাথীদেরকে বলে, তোমরা যাত্রি যাপনের জায়গা পেলে। আর খাবারের সময় বিসমিল্লাহ না বললে, শয়তান বলে, তোমাদের রাতের খাবার ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেল *(মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১)*।

এ প্রশিক্ষণে ছিল একটি ছোট্ট বালিকা। সে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল। সন্ধ্যায় তার পিতা অফিস থেকে প্রতিদিনের মত বাড়িতে ফিরেছেন। কলিং বেল টিপে দরজা নক করলেন। সোনামণি দরজায় এসে বলল, আব্বু, দরজা খুলব তবে; আগে সালাম দিতে হবে। পিতা হতবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মা লজ্জা লাগে। আজ দরজা খুলে দাও, অন্যদিন সালাম দিয়ে প্রবেশ করব। সোনামণি নাছোড় বান্দা। কোন ভাবেই ছাড়ল না। এক পর্যায়ে পিতা সালাম দিতে বাধ্য হলেন। কয়েকদিন পর সোনামণির বাবা পরিচালক ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনারা আমার সোনামণিকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যার দ্বারা সে আমাদের পরিবারকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এখন আমরা সবাই সালাম দিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করি।

২. আমি একবার রাজশাহীর বাগমারা উপযেলার একটি হাফেযী মাদ্রাসায় সোনামণিদের আক্বীদা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেই। তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি। তাদের শিক্ষা দেই যে, রোগ দাতা ও রোগের আরোগ্য দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ইসলামে ঝাড়-ফুঁক জায়েয কিন্তু তাবীয-কবয নাজায়েয। তাই রোগ হলে তোমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে এবং সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। কেননা মৃত্যু ছাড়া আল্লাহ পৃথিবীর সকল রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। রোগ-বালাই ভালো করার আশায় তাবীয, সুতা, বালা, রিং ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হাত, কান, কনুই, গলা, কোমর ও পায়ে ঝুলিয়ে রাখা শিরকী কাজ। যে ব্যক্তি শিরকের মত মহাপাপে লিপ্ত হয় তার জন্য জান্নাত হারাম ও জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবীয ব্যবহারকারীর বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন না। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَن عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২)*।

সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষকতার সাথে সাথে লোকদের চিকিৎসাও করে থাকেন। প্রশিক্ষণ শেষে সেখানে কানে বালি পরা একজন বয়স্ক লোক ঔষধ নিতে আসেন। লোকটিকে দেখে সেখানকার একজন সোনামণি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভদ্র ভাষায় বলেন যে, এটি শিরকী কাজ। ছোট্ট সোনামণির এরূপ কথা শুনে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ আমরা সবাই অবাক হলাম যে, সোনামণি প্রশিক্ষণের ফল এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে! এরূপ কাজে মুগ্ধ হয়ে আমরা সোনামণিকে ধন্যবাদ জানালাম ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম-আলহামদুলিল্লা-হ।

এরূপ বহু ঘটনার সাক্ষী এখন সোনামণি সংগঠন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বহু ব্যক্তি ও পরিবারে দ্বীনী আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে এই শিশু-কিশোর সংগঠন।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা :

সোনামণি সংগঠন শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর কেন্দ্রীয়ভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

'সংস্কৃতি' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি' *(জীবন দর্শন, পৃ. ৩৮)*।

সার্বিক জীবনাচারকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের আলোকে শারঈ তরীকায় গড়ে তোলা ও পরিচালনা করাই ইসলামী সংস্কৃতি। মানুষের স্বভাব ধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিষ্টান ও মাজূসী বানায়' *(বুখারী হা/১৩৮৫)*। এখানে ফিৎরাত অর্থ ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার ইলাহী অনুপ্রেরণা নিয়েই প্রত্যেক মানব সন্তান দুনিয়াতে আগমন করে। তাই প্রত্যেক আদম সন্তানের স্বভাব ধর্ম হল তার মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য করা।

যে মানব সন্তানের জীবন অহি-র বিধান দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, তিনিই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান মানুষ। পক্ষান্তরে যার জীবন অহি-র বিধানের বাইরে প্রবৃত্তির অনুসরণে পরিচালিত হবে সেটাই হবে অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির নামে এদেশে ঢোল-তবলা ও বাঁশি বাজিয়ে রাতভর নারী-পুরুষ নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা, মেয়েদের নাক-কান ফুটানোর নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা, বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছেলের কান ফুটানো ইত্যাদি সবই অপসংস্কৃতি। এছাড়াও ভালোবাসা দিবস এবং থার্টি ফাস্ট নাইট পালন করা, ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি, মিনার, বেদী ও সৌধ নির্মাণ এবং তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, বর্ষবরণ, নবান্ন, পলান্ন উৎসব, বৃষ্টি আনার জন্য সোনামণিদের দিয়ে ব্যাঙের বিবাহ দান, কাদা মাখা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করা অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি আমাদের জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশী দানা বেঁধে আছে। যার অনেকগুলো আমদানিকৃত, অনেকগুলি চাপানো এবং বাকীটা আমাদের কপোল কল্পিত।

সোনামণি সংগঠন উপরোল্লিখিত অপসংস্কৃতি বাদ দিয়ে প্রকৃত ইসলামী সংস্কৃতি তথা আক্বীদা, হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ, দো'আ, আযান, সাধারণ জ্ঞান, ইসলামী জাগরণী, প্রাণীবিহীন ছবি অংকন, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা, শিক্ষণীয় সংলাপ ইত্যাদি বিষয়ে সোনামণিদের মাঝে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অতঃপর তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতঃ জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে চরিত্রবান সোনামণি গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।

দেয়াল পত্রিকা : এ সংগঠন সোনামণিদেরকে পশ্চিমাদের আমদানীকৃত বস্তাপচা অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। তারই অংশ হিসাবে আহলেহাদীছদের জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে প্রতি বছর দেওয়াল পত্রিকা 'প্রতিভা' প্রকাশ সোনামণি মারকায এলাকা, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সোনামণি প্রতিভা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর ২০১২ হতে দ্বি-মাসিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি'র মুখপত্র 'সোনামণি প্রতিভা'।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ হচ্ছে : ১. দিক নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয় ২. কুরআনের আলো ৩. হাদীছের আলো ৪. বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধ ৫. রহস্যময় পৃথিবী ৬. আমার দেশ ৭. যাদু নয় বিজ্ঞান ৮. হাদীছের গল্প ৯. গল্পে জাগে প্রতিভা ১০. একটুখানি হাসি ১১. বহুমুখী জ্ঞানের আসর ১২. কবিতা ১৩. সাহিত্যাঙ্গন ১৪. ইতিহাস ১৫. চিকিৎসা ১৬. অজানা কথা ১৭. ম্যাজিক ওয়ার্ড ১৮. ভাষা শিক্ষা ১৯. যেলা ও দেশ পরিচিত এবং ২০. আন্তর্জাতিক পাতাসহ আরো অনেক কিছু।

১৬ পৃষ্ঠার 'সোনামণি প্রতিভা' পত্রিকা প্রথম সংখ্যা ছাপানো হয়েছিল মাত্র ৫০০ কপি। যা ফটোকপি করে স্বল্প পরিসরে ৫ টাকা মূল্যে বিতরণ করা হত। কিন্তু এখন তার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত পেজ ও সুন্দর কভারে প্রেস থেকে ছাপানো হচ্ছে। পৃষ্ঠা সংখ্যাও বৃদ্ধি করে ৪০ করা হয়েছে। এটি পাঠকের ছোট্ট মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা পাঠকদের মাঝে দেখতে পাই। 'সোনামণি প্রতিভা' ৪২তম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট '২০-এর ২০ পৃষ্ঠায় 'দানের পুরস্কার' *(মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭ 'যাকাত অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ)* শিরোনামে একটি হাদীছের গল্প

প্রকাশিত হয়। গল্পটির মূলকথা হল- 'এক ব্যক্তি তার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করত। ফলে মেঘের মধ্যে আওয়াজ হচ্ছে অমুকের বাগানে পানি দাও'। হাদীছের গল্পটি পড়ে ঢাকার জনৈক পাঠক 'সোনামণি প্রতিভা'র সম্পাদকের নিকট ফোনে কথা বলে অনুভূতি ব্যক্ত করেন যে, তিনিও তার উপার্জন ও উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ আল্লাহ্র পথে দান করবেন ইনশাআল্লাহ। কত চমৎকার অনুভূতি সুবহানাল্লাহ! এমনি অনেক ঘটনা আমাদের অগোচরে ঘটেই চলেছে। যার ফলে বর্তমানে প্রায় ৩০০০ কপি ছাপানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার : একজন আদর্শ সোনামণি সকলের কাম্য। সে নিজে যেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী তেমনি পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও দেশের সম্পদ। এ রকম একদল চরিত্রবান সোনামণি গড়তে পারলে তাদের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। শুধু একাকী ভালো হয়ে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা মানুষ সামাজিক জীব। সে একা চলতে পারে না। সকলের সাথে মিশে তাকে সমাজে চলতে হয়। তাই জামা'আতবদ্ধভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। নবী-রাসূলগণ এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন ঐসব লোকদের, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২)*।

তাই 'সোনামণি' সংগঠন জামা'আতবদ্ধভাবে সকলের সহযোগিতা নিয়ে তার কর্মসূচীর মাধ্যমে আদর্শ, চরিত্রবান, দ্বীনদার ও একনিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক একদল মানুষ গঠনে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সকলে সেই জান্নাতী কাফেলার সহযোগী হয়ে কাজ করলে অচিরেই একদল ত্যাগী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী সোনামণি গঠন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

কারো থেকে কোন উপকার লাভ করলে তা মনে রাখা ও স্বীকার করাই হল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা হল বান্দার প্রতি তাঁর নে'মত ও রহমতের প্রশংসা করা ও তাঁর অনুগত হওয়া। এটি প্রতিটি মুমিনের অপরিহার্য গুণ, যার ফলে জীবন কল্যাণে ভরপুর হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। তার সবকিছুই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য অনুরূপ নেই। যখন তাকে কোন আনন্দদায়ক বিষয় স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া করে। ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন ধৈর্যধারণ করে। ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ ও শেষ অংশে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মাধ্যমসমূহ আলোচনা করব।

১. আল্লাহ্র নির্দেশ : আল্লাহ্র সকল নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা সকল মানুষের দায়িত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর নির্দেশ পালন তথা ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আল্লাহ্র নির্দেশসমূহের মধ্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অন্যতম। আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শুকরিয়া আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*।

২. অসংখ্য নে'মত প্রদান : আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে সৃষ্টি করার পর পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে আমাদের জন্য নে'মত স্বরূপ প্রদান করেছেন। গাছ-পালা, নদী-নালা, জীব-জন্তু সব কিছুই আমাদের জীবন ধারণের জন্য সহায়ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নে'মত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ' *(ইব্রাহীম ১৪/৩৪)*। তাঁর এই অসংখ্য নে'মতের জন্য বান্দার উচিত তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শুকরিয়া

আদায় করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'বল, আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি' *(কাহ্ফ ১৮/১০৯)*।

৩. বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা প্রদান : মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হল তার বিবেক। মানুষকে আল্লাহ ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে। এজন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের উচিত আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তো লোকমানকে হিকমাত দিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। আর যে শুকরিয়া আদায় করে সে তো নিজের জন্যই শুকরিয়া আদায় করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত' *(লোকমান ৩১/১২)*।

৪. দিবারাত্রির অপার অনুগ্রহ : আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নে'মতের মধ্যে দিন-রাতের আলো-অন্ধকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষ ক্লান্তিহীন অনবরত ছুটে চলতে পারে না। দিনের আলোয় জীবিকা নির্বাহ যেমন প্রয়োজনীয়, ক্লান্তি দূর করতে রাতের ঘুম তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'আর তাঁর অনুগ্রহে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৩)*।

৫. সহজ জীবন বিধান প্রণয়ন : আমরা আল্লাহ তা'আলার সকল নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য। কিন্তু তিনি আমাদের উপর এমন কোন বিধান চাপিয়ে দেননি, যা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়। বরং দ্বীনকে সহজ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ 'নিশ্চয় দ্বীন সহজ' *(বুখারী হা/৩৯)*। এক্ষেত্রে ছালাতের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো নিয়ম অনুযায়ী আমরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বসে এবং প্রয়োজন শুয়ে ছালাত আদায় করা যায়। আবার আল্লাহ তা'আলা রমাযানে একমাস ছিয়াম ফরয করেছেন। কিন্তু অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য পরবর্তিতে পালন করা বা ফিদয়া প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে চিন্তা করলে দেখা

যাবে সকল বিধানই আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

৬. বারবার ক্ষমা করা : মানুষ প্রতিনিয়ত ভুল করে। কিন্তু আল্লাহ বারবার আমাদের ক্ষমা করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে ভালোবাসেন *(ইবনু মাজাহ/৪২৫১)*। এক্ষেত্রে বনী ইস্রাঈলের উদাহরণ পেশ করা যায়। তারা বারবার গরুর বাছুর পূজা, জিহাদে যেতে অস্বীকৃতিসহ বড় বড় অপরাধ করলেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়ে বলেন, ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'অতঃপর আমি তোমাদেরকে এসবের পর ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর' *(বাক্বারাহ ২/৫২)*। এজন্য আমাদের পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৭. ছওয়াব বৃদ্ধির মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। কখনো জান-মালের ক্ষতি দিয়ে, আবার কখনো অধিক নে'মত দিয়ে। এর মধ্যে যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া করে আল্লাহ তাদের নে'মত বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*।

৮. দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ : দুনিয়াবী জীবন একটি পরীক্ষাগার। আল্লাহ তা'আলা এ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করবেন। তবে কখনো কখনো দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ ক্বওমে ফিরআঊন, ক্বওমে লূত্ব, ছামূদসহ বহু জাতিকে দুনিয়াতে ধ্বংস করেছেন তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে। বনী ইস্রাঈলের উপর বিভিন্ন সময় ভীতি, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে রিযক তাতে বিপুলভাবে আসত। অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহ্র নে'মত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন' *(নাহল ১৬/১১২)*। *[চলবে]*

মসজিদে নববী

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম যেখানে অবস্থান করেন, সেখানেই মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের কাজে ছাহাবীদের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও অংশগ্রহণ করেন।

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন। অতঃপর মদীনার উচ্চ এলাকার বনূ আমর ইবনু আউফ নামক একটি জনপদে অবতরণ করলেন। নবী (ছাঃ) তাদের মাঝে চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চব্বিশ দিন) অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি বনূ নাজ্জারকে ডেকে পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলন্ত অবস্থায় আসলো। (আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন) আমি যেন এখনো নবী (ছাঃ)-কে দেখতে পাচ্ছি তাঁর বাহনের উপরে এবং আবূ বকর (রাঃ) তাঁর পিছনে। আর বনূ নাজ্জারের দল তাঁর আশেপাশে। এভাবে তিনি আবূ আইয়ূব আনছারী

(রাঃ)-এর উঠানে পৌঁছালেন। আর তিনি যেখানেই ওয়াক্ত হত সেখানেই ছালাত আদায় করতে পসন্দ করতেন। এমনকি তিনি ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়েও ছালাত আদায় করেছেন। (অতএব তিনি সেখানে ছালাত আদায় করলেন) এবং তিনি সেখানে মসজিদ (মসজিদে নববী) নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। তিনি বনূ নাজ্জারকে ডেকে বললেন, হে বনূ নাজ্জার! তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো, না, আল্লাহ্র কসম আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে এর মূল্য আশা করিনা।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের বলছি, সেখানে মুশরিকদের কবর, ভগ্নাবশেষ আর খেজুর গাছ ছিল। অতঃপর নবী (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হল, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেয়া হল এবং খেজুর গাছ গুলো কেটে ফেলা হল। অতঃপর তারা খেজুর গাছগুলো মসজিদের সামনে সারিবদ্ধ করে রাখলেন এবং তার দুই পাশে পাথর বসালেন। এসময় ছাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর নবী (ছাঃ)ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَ 'হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত (প্রকৃত) আর কোন কল্যাণ নেই। তুমি আনছার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা কর' *(বুখারী হা /৪২৮)*।

শিক্ষা :

১. *কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত যমীনের সর্বত্র এমনকি গরু-ছাগলের খোঁয়াড়েও ছালাত আদায় করা যায়।*
২. *ছালাতের সময় হলে যেখানেই হোক দ্রুত ছালাত আদায় করতে হবে।*
৩. *মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানে পুরাতন কবর থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে।*
৪. *কোন ভারী কাজ করার সময় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিরক-বিদ'আত ও অশ্লীলতা বর্জিত কবিতার ছন্দ বলা যায়।*

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

২৮. দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, বৃদ্ধ অবস্থার কষ্ট থেকে মুক্তি চাই। দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই' (বুখারী হা/৬৩৯০)।

২৯. ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শাররি মা ছানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে দেওয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নে'মত দান করেছ তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই' *(বুখারী হা/৬৩০৬; মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ দিনে পাঠ করে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (বুখারী হা/৬৩০৬; মিশকাত হা/২৩৩৫)।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮২-৮৩)।

কাশবনের গল্প

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

কয়দিন টানা পরীক্ষা আর কাজের চাপে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। তাই পরীক্ষা শেষ করে এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে গেলাম পদ্মার পাড়ে। উদ্দেশ্য নির্মল বাতাসে ক্লান্তিগুলো ভাসিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব।

পদ্মার সেই টলমল পানির ভরপুর সৌন্দর্য এখন আর নেই। তার তুলনা যেন ছোট বেলায় পড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদের ছোট নদী। পার্থক্য কেবল এর কাশবনটা এক ধারে নয়, ঠিক মাঝখানে বিশাল চর জুড়ে। আবার গ্রীষ্মের রোদে সেই বন উজাড় হয়ে মরুভূমির রূপ ধারণ করে। তখন চকচকে বালি যেন আগুনের ফুলকি ছিটায়। তবু ছুটির দিনে বা ব্যস্ততার ফাঁকে একটু বিনোদনের খোঁজে শহরের মানুষ এখানেই হাযির হয়।

পূর্ব আকাশে সন্ধ্যার সূর্য তখন ডুবু ডুবু করছে। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম শহরের বর্জ্য নিষ্কাশন ড্রেনের উপর তৈরি ছোট্ট ব্রীজের উপর। দিনের আলো প্রায় মিলিয়ে যাওয়ায় দূর থেকে কাশফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। মৃদু বাতাসে দুলতে থাকা কাশবনের সৌন্দর্য নদীর ঢেউয়ের সৌন্দর্যের চেয়ে কম নয়। কিন্তু এই সৌন্দর্য উপভোগে খানিকটা বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল ঝাল মুড়ি, চটপটি, ফুচকা, পেয়ারা, আচার বিক্রেতাদের হাঁক-ডাক। যা পরিবেশের সাথে ঠিক মানানসই না।

আমরা দু'জন একে অপরের সাথে কথা বলছিলাম খুব কম। শুধু মন ভরে দেখছিলাম চারপাশে পানি ঘেরা শরতের অধরা মেঘের মত সাদা কাশবন।

হঠাৎ একটা মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলাম, ভাই দশটা টাকা দিবেন? আমি তাকিয়ে দেখলাম ৮/১০ বছর বয়সের একটা ছেলে। অসুস্থতা, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানা সমস্যায় ঘেরা শহরের মানুষের কাছে এরা দিন দিন বোঝা হয়ে উঠছে। আমি তাকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। কিন্তু ছেলেটা দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর আমার হাত ধরে আবার বলল, ভাই! দশ টাকা দেন। এবার ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম, বোতাম ছেঁড়া শার্ট আর ধুলা জড়ানো প্যান্টে অভাবের ছাপ স্পষ্ট। ছেলেটার উস্ক খুস্ক চুল আর মলিন চেহারায় অবহেলার চিহ্নও ফুটে উঠেছে। আমার একটু মায়াময় কৌতুহল হল। হয়তো আমার চোখে মায়াটা সে আগেই দেখেছিল বলে দ্বিতীয় বার হাত ধরার সাহস করেছিল।

সে যাই হোক বললাম, কী করবি ১০ টাকা দিয়ে? সোজাসাপ্টা উত্তর দিল, চটপটি খাব। উত্তরটা আমার কাছে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে আটকে রইল। তাই আবার প্রশ্ন করলাম, ১০ টাকায় চটপটি পাবি কোথায়? বলল, পরিচিত দোকান আছে, আমারে দিবে। বললাম, ঠিক আছে তোকে ১০ টাকা দিব। তবে আমার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করতে হবে। কোন চিন্তা ছাড়াই সে রাযী হয়ে গেল। মনে হল ১০ টাকার বিনিময়ে এদেরকে দিয়ে যা ইচ্ছা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সুযোগ সন্ধানীরা এদেরকেই বিভিন্ন অপরাধের কাজে ব্যবহার করে।

কথা শুরু হলে জানতে পারলাম ওর নাম সাকিন। কোথায় থাকে জানতে চাইলে আঙুল ইশারা করে বলল, ঐ মাযারে (শাহ মখদুমের মাযার)। আমার স্মৃতিতে তখন ভেসে উঠলো আহমদ ছফার বিখ্যাত উপন্যাস 'আলী কেনানের উত্থান পতন'। উপন্যাসটির মূল চরিত্র আলী কেনান সদরঘাটের ভিক্ষুক থেকে হয়ে উঠেছিলেন রমরমা মাযার ব্যবসায়ী। এভাবে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মাযার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাদের মূল্যবান অর্থ সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছে।

আমি ছোট ছোট প্রশ্ন করে ওর জীবনের এই অবস্থার কারণ জানার চেষ্টা করছিলাম। প্রায় দশ মিনিট কথায় সে যা বলল, তার সারমর্ম হল- তার জন্ম ঢাকার এক বস্তিতে। তার আরো দুই ভাই-বোন আছে। বাবা কোথায় আছে

জানে না সে। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। অভাব-অনটনের সংসারে একবেলা খেয়ে একবেলা অনাহারে থাকা তার সহ্য হয়নি। তাই বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এর আগে সে ঢাকার রেলওয়ে স্টেশন, সদরঘাট, বরিশাল, ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে। এভাবে ঘুরে ঘুরে অন্তত তিন বেলা খাবার ব্যবস্থা হয়। মা ভাই-বোনদের কথা মাঝে মাঝে মনে হলেও অভাবের সংসারে ফিরে যেতে মন চায় না। তবে বেশি মন খারাপ হলে ট্রেনে উঠে ফিরে যেতে সে দেরি করে না।

লেখাপড়ার কথা জানতে চাইলে বলে, জন্ম সনদ না থাকায় স্কুলে ভর্তি নেয় না। পিতা-মাতার অবহেলা বা অজ্ঞতার কারণে তার জন্ম সনদ করা হয়নি। তাই সে স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। তার মত অনেক শিশু-কিশোর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে।

আমি আর বেশি কিছু জানতে চাইলাম না। কারণ ওর প্রতিটি কথা আধুনিক সমাজের ফাটলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। তাতে মন আরো ভারি হয়ে উঠছিল। পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে তাকে দিলাম। সে টাকাটা নিয়ে খুশিতে দৌড় দিল। দশ টাকার সেই আনন্দ যেন লক্ষ টাকাতেও কেনা অসম্ভব।

শিক্ষা :

১. আমাদের চারপাশে এমন অনেক শিশু-কিশোর রয়েছে যারা তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এগিয়ে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। অন্যথায় তারা খাবার যোগানোর জন্য বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়বে।

২. মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখতে যাওয়া প্রয়োজন। তাহলে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও সৃষ্টি কৌশল দেখে ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

৩. দেশের বিভিন্ন স্থানে সরল বিশ্বাসী মুমিনদের ঠকিয়ে রমরমা মাযার ব্যবসা গড়ে উঠেছে। আমাদের এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

কবিতা গুচ্ছ

কে বানালো?

আব্দুল আলীম
কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

জোছনা রাতে চাঁদকে বলি
মিষ্টি কেন তুমি?
তোমার মত হয়না কেন
ঊষররাঙা ভূমি?

দিনের আলোয় সূর্য মামা
হেসে আমাই বলে,
দূর আকাশে পাখিরা সব
কেমন করে চলে।

সাগর ভরা লোনা জলে
নদীর পানি মিঠে,
মরুর দুলাল যাচ্ছে দেখ
চড়ে উটের পিঠে।

কে দিয়েছে এসব কিছু
ভাবছো কি আজ তুমি?
আকাশ-বাতাস, মরু-নদী
কে বানালো ভূমি?

সব সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ
তিনি রহীম ও রহমান,
জগতসমূহের পালক তিনি
কেউ নয় তাঁর সমান।

বাবা-মা

আফিয়া তাসনীম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী।

বাবা-মা এই দু'জন
অনেক বড় নে'মত
তাদের ছাড়া চলতে তুমি
পাও কি কোন হিম্মত?

রোজ সকালে জেগে উঠে
মা খাবার তৈরি করেন
শত ব্যস্ত থেকেও বাবা
মাদ্রাসায় পৌঁছে দেন।

অসুখেতে সারারাত জেগে
মা থাকেন বসে,
বাবা ফেরেন ঔষধ নিয়ে
সকল দোকান চষে।

তাদের সম্মান সবার আগে
আল্লাহ-রাসূলের পরে,
তাদের সেবা করো তুমি
সারা জীবন ভরে।

তাদের সকল আদেশ-নিষেধ
মনোযোগ দিয়ে শুনো,
কষ্ট হলেও কোন কাজে
উহ্ বলো না যেন।

মারা গেলে তাদের জন্য
ক্ষমা চেয়ো তুমি,
তারাই তোমার আকাশসম
তারাই তোমার ভূমি।

মসজিদে নববীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মসজিদে নববী (المسجد النبوي) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ যা বর্তমান সঊদী আরবের মদীনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। গুরুত্বের দিক থেকে মসজিদুল হারামের পর মসজিদে নববীর স্থান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসার পর এই মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকরা এর সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। মসজিদ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের নিয়ন্ত্রণে থাকে। হজ্জযাত্রীরা হজ্জের আগে বা পরে মদীনায় মসজিদে নববীতে অবস্থান করেন।

মসজিদে নববীর নামকরণ : মসজিদে নববী (المسجد النبوي) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মসজিদ শব্দের অর্থ সিজদার স্থান। পরিভাষায় নিয়মিত ছালাত আদায়ের জন্য নির্মিত গৃহকে মসজিদ বলা হয়। আর নববী শব্দটি নবী শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হিজরতের পর নিজ হাতে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে একে মসজিদে নববী বলা হয়। মসজিদে নববীর পাশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘর ছিল এবং তিনি জীবনের অধিকাংশ ফরয ছালাত এই মসজিদে আদায় করেছেন।

মসজিদে নববীর গুরুত্ব : মসজিদে নববীর রয়েছে ব্যাপক মর্যাদা ও অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআন ও হাদীছে এ সম্পর্কে একাধিক ঘোষণা এসেছে। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام 'আমার এ মসজিদে এক রাক'আত ছালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাযার ছালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম' *(বুখারী হা/১১৯০)*।

ছালাত আদায়ের পাশাপাশি এটি ছিল দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْيُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ

حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ 'যে ব্যক্তি একমাত্র কোন কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জের ছওয়াব লেখা হবে' *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১২৩)*। এই মসজিদে একটি স্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ 'আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান)' *(বুখারী হা/১১২০)*।

মসজিদে নববীর স্থান নির্ধারণ : হিজরতের পর মদীনায় প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উটনী যে স্থানে প্রথম বসে পড়েছিল, সেই স্থানটিই হল পরবর্তীতে মসজিদে নববীর দরজার স্থান। স্থানটির মালিক ছিল দু'জন ইয়াতীম বালক সাহল ও সোহায়েল বিন রাফে' বিন 'আমর। এটি তখন তাদের খেজুর শুকানোর চাতাল ছিল *(ইবনু হিশাম ১/৪৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ দীনার মূল্যে স্থানটি খরীদ করলেন। আবুবকর (রাঃ) মূল্য পরিশোধ করলেন *(আর-রাহীক্ব ১৮৪ পৃষ্ঠা; বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬)*। অতঃপর তার আশপাশের মুশরিকদের কবরগুলো উঠিয়ে ফেলা হয় এবং ভগ্নস্তূপগুলো সরিয়ে স্থানটি সমতল করা হয়।

মসজিদে নববীর অবকাঠামো : গারক্বাদের খেজুর গাছগুলো উঠিয়ে সেগুলোকে ক্বিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে পুঁতে দেওয়া হয় *(বুখারী হা/৪২৮)*। অতঃপর খেজুর গাছ ও তার পাতা দিয়ে মসজিদ তৈরি হয়। চার বছর পর এটি কাঁচা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয় *(বুখারী হা/৩৯০৬ ও ৩৫৩৪)*। তখন ৪২০০ বর্গ হাত আয়তন বিশিষ্ট মসজিদের ভিত ছিল প্রায় তিন হাত উঁচু, যার দরজা ছিল তিনটি। এর দু'বাহুর স্তম্ভগুলো ছিল পাথরের, মধ্যে খেজুর গাছের খাম্বা, কাঁচা ইটের দেওয়াল, খেজুর পাতার ছাদ এবং বালু ও ছোট কংকর বিছানো মেঝে।

সে সময় আল্লাহ্র হুকুমে ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা ইহূদীদের ক্বিবলা এবং মদীনা থেকে উত্তর দিকে। ১৬ বা ১৭ মাস পরে ক্বিবলা পরিবর্তিত হলে উত্তর দেওয়ালের বদলে দক্ষিণ দিকে ক্বিবলা ঘুরে যায়। ফলে পিছনে একমাত্র দরজাটিই এখন ক্বিবলা হয়েছে। কেননা মক্কা মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মসজিদে তিনটি মিহরাব রয়েছে। এর মধ্যে একটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে নির্মিত হয় এবং বাকিগুলো পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়।

বর্তমানে মসজিদটি দুই স্তর বিশিষ্ট এবং আয়তাকার। এতে সমতল ছাদ এবং বর্গাকার ভিত্তির উপর ২৭টি চলাচল সক্ষম গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজের নিচের খোলা স্থান ভেতরের স্থান আলোকিত করে। প্রয়োজনের সময় গম্বুজ সরিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া প্রাঙ্গণে থাকা স্তম্ভের সাথে যুক্ত ছাতাগুলো খুলে দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদের চারপাশের বাধানো স্থানেও ছালাত আদায় করা হয়, যাতে ছাতা সদৃশ তাঁবু রয়েছে।

মসজিদে নববী নির্মাণ : মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজ হাতে ইট ও পাথর বহন করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজ হাতে কাজ করায় উৎসাহিত হয়ে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন, 'যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী কাজ করেন, তবে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে হবে নিতান্তই ভ্রান্ত কাজ' *(বুখারী হা/৩৯০৬)*। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদ নির্মাণের বরকতমণ্ডিত কাজের প্রতি সাথীদের উৎসাহিত করে বিভিন্ন ছন্দ বলতেন। যেমন তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَه + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة 'হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ব্যতীত কোন আরাম নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর' *(বুখারী হা/৪২৮)*।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে পুণর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ : উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, আনছারগণ মাল জমা করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো দিয়ে আপনি মসজিদটি আরও সুন্দরভাবে নির্মাণ করুন। কতদিন আমরা এই ছাপড়ার নিচে ছালাত আদায় করব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا بِيْ رَغْبَةٌ عن أَخِي موسى، عَرِيْشٌ كَعَرِيشِ مُوْسٰى 'আমার ভাই মূসার ছাপড়ার ন্যায় ছাপড়া থেকে ফিরে আসতে আমার কোন আগ্রহ নেই' *(ছহীহাহ হা/৬১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ ছাপড়ার নিচে ছালাত আদায় করলেও পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে মসজিদটি একাধিক বার সংস্কার করা হয়েছে। ৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খলীফা প্রথম আল ওয়ালীদ মসজিদটি সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন। এই কাজে তিন বছর সময় লেগেছিল। মসজিদের জন্য কাঁচামাল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়। মসজিদের এলাকা ওছমানের সময়ের ৫০৯৪ বর্গমিটার থেকে বৃদ্ধি করে ৮৬৭২ বর্গমিটার করা

হয়। এসময় চারটি মিনার নির্মিত হয় এবং মসজিদটি ট্রাপোজয়েড আকারে নির্মিত হয়, যার দৈর্ঘ্য ছিল ১০১.৭৬ মিটার। এছাড়া মসজিদের উত্তরে একটি বারান্দা যুক্ত করা হয়।

সুলতান প্রথম আব্দুল মাজীদ ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এর পুণর্নির্মাণ শুরু করেন। এতে মোট ১৩ বছর লেগেছিল। মূল উপকরণ হিসাবে লাল পাথরের ইট ব্যবহার করা হয়। মেঝে ১২৯৩ বর্গ মিটার বৃদ্ধি করা হয়। দেয়ালে ক্যালিগ্রাফিক শৈলীতে কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ করা হয়। মসজিদের উত্তরে কুরআন শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা নির্মিত হয়।

সঊদী যুগে সংস্কার : ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সঊদী আরব প্রতিষ্ঠার পর মসজিদে কয়েক দফা সংস্কার করা হয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সাঊদ মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছালাতের স্থান বাড়ানোর জন্য স্থাপনাগুলো ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। এসময় কৌণিক আচর্যুক্ত কংক্রিটের স্তম্ভ স্থাপন করা হয় এবং পুরনো স্তম্ভগুলো কংক্রিট ও শীর্ষে তামা দ্বারা মযবূত করা হয়। সুলাইমানিয়া ও মাজীদিয়া মিনার দু'টি মামলূক স্থাপত্যের আদলে প্রতিস্থাপন করা হয়। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে দু'টি অতিরিক্ত মিনার যুক্ত করা হয়। এসময় ঐতিহাসিক মূল্যের কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ রাখার জন্য পশ্চিম দিকে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের মধ্যে এখানেই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফায়ছাল ইবনু আব্দুল আযীয মসজিদের অংশ হিসাবে ৪০,৪৪০ বর্গ মিটার যুক্ত করেন। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ফাহাদ ইবনু আব্দুল আযীযের শাসনামলে মসজিদ আরো সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর মসজিদের আয়তন দাঁড়ায় ১.৭ মিলিয়ন বর্গ ফুট।

৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্প্রসারণ কাজ ২০১২ এর সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করা হয়। আর.টি কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ অনুযায়ী এই সম্প্রসারণ সমাপ্ত হওয়ার পর এতে ১.৬ মিলিয়ন মুছল্লী ধারণ করা সম্ভব হবে।

রওযার বহির্ভাগ : প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের ঘরগুলো মসজিদের সাথে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁকে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে প্রথম দুই খলীফা আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কেও তাঁর পাশে দাফন করা হয়। এই পুরো স্থানটি সবুজ একটি

গম্বুজের নিচে অবস্থিত। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মাহমূদের শাসনামলে এই গম্বুজ নির্মিত হয় এবং ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে একে সবুজ রং করা হয়।

মিম্বার : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ব্যবহৃত মূল মিম্বারটি খেজুর গাছের কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। পরে এর স্থলে অন্য মিম্বার বসানো হয়। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট সিড়ি যুক্ত করা হয়। খলীফা আবু বকর ও ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তৃতীয় ধাপে পা রাখতেন না। তৃতীয় খলিফা ওছমান (রাঃ)-এর উপর একটি গম্বুজ বসান এবং বাকী ধাপগুলো আবলুস কাঠ দিয়ে মুড়িয়ে দেন। ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বাইবার্স মিম্বারটি সরিয়ে নতুন মিম্বার স্থাপন করেন এবং ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ আল-মাহমূদ অন্য একটি মিম্বার স্থাপন করেন। ১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে কাইতবে মার্বেলের মিম্বার স্থাপন করেন। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টেও এটি মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছিল।

মিনার : প্রথম মিনারগুলো ২৬ ফুট (৭.৯ মিটার) উঁচু ছিল যা ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন বাব আস-সালাম নামক মিনার স্থাপন করেন। পরে সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদ এটি সৌন্দর্য মণ্ডিত করেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কার কার্যের পর মোট মিনারের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটি, যেগুলো ১০৪ মিটার (৩৪১ ফুট) উঁচু। মিনারগুলোর উপর, নীচ ও মধ্যম অংশ যথাক্রমে সিলিণ্ডার, অষ্টাভুজ ও বর্গাকার।

উপসংহার : ইতিহাস, ঐতিহ্য, গঠনশৈলী ও গুরুত্বের দিক থেকে মসজিদে নববী বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিমদের কাছে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সময়ের সাথে সাথে এর আকৃতি ও আয়তন পরিবর্তন হলেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সশরীর অংশগ্রহণে নির্মিত এই মসজিদের পবিত্রতা ও ফযীলত চিরকাল বিদ্যমান। এজন্য প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে ও অন্যান্য সময় এ মসজিদে অগণিত দর্শনার্থীর আগমন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (ছওয়াবের আশায়) সফর করা জায়েয নেই; মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদুল আকসা' *(বুখারী হা/১১৮৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মসজিদে নববীতে ভ্রমণ এবং সেখানে ছালাত আদায় ও ইলম অর্জনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা কাওছার)

১. কাওছার শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : হাউযে কাওছার।

২. সূরা কাওছার কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৮তম।

৩. সূরা কাওছারে কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৩টি।

৪. সূরা কাওছারে কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ১০টি শব্দ ও ৪২টি বর্ণ।

৫. মানুষকে অমর করে রাখে কী?

উত্তর : কল্যাণধর্মী জ্ঞান ও মঙ্গলময় স্মৃতি।

৬. সূরা কাওছার কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা তাকাছুর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অতএব এটি মাক্কী সূরা।

৭. আল কাওছার কী?

উত্তর : জান্নাতের একটি নদী।

৮. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে অফুরন্ত নে'মত দান ও তাঁর শত্রুদের নির্বংশ বলা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা কাওছারে।

৯. কারা হাউযে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না?

উত্তর : বিদ'আতীরা।

১০. দুই তীর স্বর্ণের, গতিপথ মণি-মুক্তার, মাটি মিশকের চাইতে সুগন্ধিময় এবং পানি মধুর চাইতে মিষ্ট ও বরফের চাইতে স্বচ্ছ- কোন নদীর বৈশিষ্ট্য?

উত্তর : জান্নাতের একটি নদী।

১০টি উপদেশ

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যাতে জীবনের সকল বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা রয়েছে। এগুলো যথাযথভাবে মেনে চললে জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। ইহকালীন কল্যাণ লাভ ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় হবে। উন্নত জীবন গঠনে কিছু নিয়ম মেনে চলা যরূরী।

নিম্নে ১০টি বিষয় আলোচনা করা হল, যেগুলো জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং ইসলামে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু এগুলো অতিরিক্ত করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১. অধিক হাসি : হাসি মানুষের মনকে প্রফুল্ল রাখে। কখনো এক চিলতে হাসি মনের অবস্থানকে প্রকাশ করে। তবে অধিক হাসি কখনোই ভালো কিছু দেয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা অধিক হেসো না। কারণ অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়' *(ইবনু মাজাহ হা/ ৪১৯৩)*। তাই সর্বদা মুচকি হাসতে হবে। মুচকি হাসি নেকী অর্জনের মাধ্যম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাস্যোজ্জ্বল মুখে কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাও একটি ছাদাক্বা *(তিরমিযী হা/১৯৫৬)*।

২. অধিক কসম : সাধারণত কোন কথাকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আমরা কসম করি। কিন্তু সমাজে কিছু লোক থাকে, যারা কথায় কথায় কসম করে। যা নিতান্তই মন্দ কাজ। এতে কসমের গুরুত্ব কমে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ব্যবসার মধ্যে অধিক কসম থেকে বিরত থাকো' *(মুসলিম হা/২৩৬৯)*।

৩. অধিক প্রশ্ন করা : কৌতুহলী মনে জানার আগ্রহ থেকেই মানুষ প্রশ্ন করে। আবার অনেকেই স্পষ্ট বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে, যা কল্যাণকর নয়। বরং অধিক প্রশ্ন করার কারণে ব্যক্তি নিজে ও কখনো কখনো অন্যরাও লজ্জিত, অপমানিত হয় এবং বিষয়টি তার উপর কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বনু ইস্রাঈলের উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাদের একটি গাভী যবহ করতে বললে তারা এর রং ও গুণাবলী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে।

ফলে অনুরূপ গাভী খুঁজে পাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ 'আল্লাহ তোমাদের ৩টি কাজ অপসন্দ করেন ১. অনর্থক কথাবার্তা ২. সম্পদ নষ্ট করা ৩. অত্যধিক প্রশ্ন করা' *(বুখারী হা/১৪৭৭)*।

৪. অধিক নছীহত করা : নছীহত কল্যাণ বয়ে আনে। কখনো বা নছীহত ব্যক্তির জীবনে মোড় পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তারপরও যখন তখন নছীহত করা যাবে না। কেননা হাদীছে এসেছে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে নছীহত করতেন। আমরা যাতে বিরক্ত বোধ না করি' *(বুখারী হা/৬৮)*।

৫. ত্বাওয়াফের সময় অধিক কথা না বলা : বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ হজ্জ ও ওমরাহ্র একটি অন্যতম রুক্ন। ত্বাওয়াফের সময় প্রতি পদক্ষেপে দশটি গুনাহ ঝরে যায় ও দশটি নেকী লেখা হয় এবং আল্লাহ্র নিকট তার মর্যাদার স্তর দশগুণ বৃদ্ধি পায় *(আহমাদ হা/৪৪৬২)*। এজন্য ত্বাওয়াফের সময় অধিক পরিমাণে কথা বলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ত্বাওয়াফ ছালাতের ন্যায়। সুতরাং ত্বাওয়াফে তোমরা কম কথা বলবে' *(আহমাদ হা/১৫৪২৩)*।

৬. রাতে বাড়ির বাইরে যাওয়া : বিনা প্রয়োজনে রাতের বেলায় বাড়ির বাহিরে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা অনেক হিংস্র প্রাণী আছে তারা তাদের খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়। কখনো বা চোর, ডাকাতরাও রাত্রি বেলা তাদের কুকর্ম করার জন্য বের হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা বাহিরে কম যাবে। কেননা মহান আল্লাহ্র সৃষ্ট এমন কিছু জীবজন্তু আছে, যাদের এ সময়ে মহান আল্লাহ বিক্ষিপ্তভাবে যমীনে ছেড়ে দেন' *(আবুদাঊদ হা/৫১০৪)*।

৭. কোন কথা শোনা মাত্রই বলে বেড়ানো : যাচাই-বাছাই না করে শোনা মাত্রই কোন কথা বলা ঠিক নয়। কারণ যার নিকট থেকে তুমি শুনেছ সে মিথ্যা বলতে পারে অথবা সঠিক নাও জানতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন

ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়' *(মুসলিম হা/৫)*।

৮. অধিক পরিমাণ বন্ধুর সাথে ঘোরা : বন্ধুদের সাথে অধিক সময় ব্যয় করা ঠিক নয়। কাজ শেষে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসা অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। বরং বিলম্ব সাক্ষাতে ভালোবাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا দেরীতে দেরীতে সাক্ষাৎ করো, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে *(মুসনাদ বায্যার হা/৩৯৬৩)*।

৯. অধিক ব্যয় করা : অধিক পরিমাণে ব্যয় করা ঠিক নয়। কেননা তা অপচয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও এবং পান করো, অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে পসন্দ করেন না'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা ইচ্ছা তা খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে। অপচয় ও অহংকার' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৮০)*।

১০. অধিক খাওয়া : জীবন ধারনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন অপরিসীম। তবে অধিক পরিমাণ খাওয়া ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়াতে যারা অধিক পরিতৃপ্ত হবে ক্বিয়ামতের দিন তারা অধিক ক্ষুধার্ত হবে' *(তিরমিযী হা/২৪৭৮)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের সাত পেটে খায়' *(বুখারী হা/৫৩৯৩)*।

ইসলামে সকল কাজের জন্য সীমা নির্ধারিত। এখানে কোন কিছু কম-বেশি না করে যথার্থভাবে পালন করলে জীবন আদর্শ হয়ে গড়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য হল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬)*।

বাঁশ সমাচার

সানজিদা খাতুন
সুন্দরপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

'বাঁশ' শব্দটি বাংলায় নেতিবাচক উপমায় ব্যবহার হয়। যেমন কারো বাঁশ দেওয়া অর্থ তার সর্বনাশ করা বা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা। আবার কোন ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াকে বলা হয় বাঁশ খাওয়া। কিন্তু বাঁশ অনেক উপকারী একটি উদ্ভিদ, যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাজে লাগে।

পরিচিতি ও প্রকারভেদ : বাঁশ মূলত কোনো গাছ নয়, এটি এক ধরণের ঘাস। এর বৈজ্ঞানিক নাম- Bambuseae। এটি সবচেয়ে লম্বা ও দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস, যা নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে গুচ্ছ হিসাবে জন্মায়। এই একগুচ্ছ বাঁশকে একত্রে বাঁশ ঝাড় বলা হয়। বাঁশের শতাধিক প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট আইক্কা, বরাক, করজবা, বাইজ্জা, তল্লা, মাকলা, ভুদুমসহ মোট ৩৩ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করেছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁশের প্রজাতি ও বৈচিত্রের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম। ৫০০ প্রজাতির বাঁশ নিয়ে বিশ্বে প্রথম অবস্থানে রয়েছে চীন। ২৩২ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করে ব্রাজিল রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। ১৩৯ প্রজাতি নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে জাপান।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ঐতিহাসিক কাল থেকে বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। মানুষের মধ্যে বাঁশ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এবং বাঁশ শিল্পের প্রচারের জন্য প্রতি বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাঁশ দিবস পালিত হয়।

নির্মাণ শিল্পে বাঁশের ব্যবহার : নানা কাজে ব্যবহার হলেও বাঁশের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নির্মাণ শিল্পে। বাংলাদেশের গ্রামে উন্নত বাড়ি-ঘর নির্মাণে বাঁশ বেশ টেকসই উপাদান। বিশেষ করে কাঁচা বাড়ির ভীত, দেয়াল ও ছাদ তৈরিতে বাঁশের পাটাতন ও কাঠামো ব্যবহার করা হয়। বাঁশের পাতায় ঘরের ছাউনি হয়। আবার পাহাড়ী এলাকায় বাঁশ দিয়েই তোলা হয় মাচার ঘর। গ্রামে লোকজন সেচ্ছাশ্রমে ছোট খাল পার হওয়ার জন্য বাঁশের তৈরি সেতু বানিয়ে থাকে। এটি বেশ টেকসই ও মজবুত হয়। এছাড়াও বেড়া তুলতে ও

বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য মজবুত মাচা তুলতে বাঁশের ব্যবহার করা হয়। বাঁশের তৈরি ঘর ভূমিকম্প সহনীয়। ভূমিকম্পের সময় বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। এজন্য জাপানে প্রচুর বাঁশের ঘর দেখা যায়।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার : বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প অত্যন্ত টেকসই, নমনীয় এবং পরিবেশবান্ধব, যা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এগুলো সাধারণত দামে সস্তা ও রপ্তানি করে আয়ের সুযোগ হয়। নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস পত্র যেমন বাদ্যযন্ত্র, কলমদানি, ফুলদানি, ঝাঁকা ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। রান্না ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন ধামা, কুলা, ঝুড়ি, ডালা, চাটাই, টুকরি, চাঙারি, চালুনি ইত্যাদি তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। সেই সাথে প্লেট, চামচ, বাটিসহ বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম তোরণ, ল্যাম্প, জামা কাপড়ের হ্যাঙ্গার ইত্যাদি নানা ধরণের পণ্য তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। একসময় ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামীণ পল্লিতে ঘরোয়া পরিবেশে বাঁশের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করা হতো। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এ কাজে শামিল হতো।

বিভিন্ন প্রসাধনী তৈরি করতেও বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশের মধ্যে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ থাকায় এটি এখন শ্যাম্পু, ক্রীমসহ নানা ধরণের প্রসাধনীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি পোকামাকড় প্রতিরোধকের মত পণ্য তৈরিতে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। আবার বাঁশ পাতা দুধ টাটকা রাখতে সাহায্য করে।

পরিবেশ রক্ষায় বাঁশ : প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাণ রক্ষায় বাঁশের ভূমিকা অপরিসীম। বাঁশ একটি চমৎকার নবায়নযোগ্য সম্পদ এবং সবচেয়ে পরিবেশ-

বান্ধব উদ্ভিদ। বাঁশের শেকড় ছড়ানো থাকায় পাহাড় ধ্বস, নদী ভাঙন ও ভূমি ক্ষয় রোধ করে। ভারী ধাতু শোষণ করে মাটির ক্ষয় রোধ করে। World Bamboo Organisation এর তথ্য মতে, বাঁশ অতি মাত্রায় অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বাঁশের গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয় বাঁশঝাড় আশেপাশের তাপমাত্রাকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ঠাণ্ডা রাখে। অনেকে বাড়ির অভ্যন্তরীণ বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে বাঁশ লাগিয়ে থাকেন। এছাড়াও তীব্র রোদ থেকে বাঁশঝাড় ছায়াও দিয়ে থাকে। বাঁশ ঝাড়ে বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণী আশ্রয় নিতে পারে। ভেতরে ফাঁপা ও বাইরে শক্ত এ গাছ পরিবেশের ক্ষতিকর শক্তিকে প্রতিহত করে।

খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে বাঁশ : পুষ্টি উপাদান ও মুখরোচক স্বাদের জন্য বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের কাছে খাবার বাঁশ কোড়ল নামে পরিচিত। সাধারণত বাঁশের অঙ্কুরোদগম হওয়ার পর থেকে ৪-৬ ইঞ্চি যে বাঁশ হয় সেটাই রান্না করে খাওয়া যায়। এর তৈরি স্যুপ, সালাদ, তরকারি, চড়চড়ি বেশ জনপ্রিয় একটি খাবার। এমনকি বাঁশ থেকে আচারও তৈরি হয়। বাঁশের পাতা চায়ের মধ্যে দিয়েও খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, রান্না করা বাঁশের মধ্যে ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, পটাশিয়াম, ভিটামিন-ই ও আয়রন পাওয়া যায়। যা শরীরকে চাঙ্গা রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করে। খারাপ কোলেস্টেরল কমানোয় এটি হার্টের জন্য উপকারী। ফাইবার থাকায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্য উপশম করে এবং হজম শক্তি বাড়ায়। বাঁশের তরকারি খাবার পর অনেকক্ষণ খিদে লাগে না ফলে ওজন কমাতে কার্যকরী। তবে বাঁশ কাঁচা অথবা বাসি খাওয়া যাবে না, কেননা এতে পেটের সমস্যা হতে পারে। বাঁশের কোড়ল সূর্যালোক থেকে দূরে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। আবার বাঁশের পাতা উত্তম গরুর খাদ্য।

বিভিন্ন রোগ সারাতেও ব্যবহার করা হয় বাঁশ। চীনে কিডনির রোগে আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলতে ব্যবহার করা হয় বাঁশ। এমনকি ক্যান্সার আক্রান্তদের দেওয়া হয় বাঁশের পাতা ও শিকড় থেকে তৈরি ঔষধ। ইন্দোনেশিয়ায় হাড়ের রোগ সারাতে বাঁশের ভিতরে জ্বমে থাকা পানি দেওয়া হয়। হাঁপানি, ডায়াবেটিস, তীব্র জ্বর, মূর্ছা যাওয়া, মৃগী রোগ ইত্যাদি নিরাময়ে যথেষ্ট উপকার করে বাঁশ।

কচি বাঁশের সবুজ রং দৃষ্টিশক্তি সতেজ রাখে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে স্নিগ্ধতা দেয়। সেরিব্রাল কর্টেক্স ও রেটিনার পক্ষে এ রং বেশি উপকারী।

বাঁশের অন্যান্য ব্যবহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাঁশ ও বাঁশজাত বিভিন্ন পণ্যের বহুল ব্যবহার রয়েছে। টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি তৈরিতে বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহার করেছেন। কাগজ ও বস্ত্র শিল্পেও বাঁশের গুরুত্ব রয়েছে। সুতা এবং কাগজ তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার অনেক আগে থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে বাঁশের তন্তু দিয়ে টুপি, স্কার্ফ, গ্লাফস, মোজা এবং প্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে। সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের কাগজ ও টয়লেট পেপার তৈরি করা হচ্ছে বাঁশ দিয়ে।

বাঁশ চাষ : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন উদ্ভিদগুলোর মধ্যে বাঁশ অন্যতম। এদেশে শুকনা বাঁশের চাহিদা প্রায় ১০ লাখ টন। চাহিদা থাকায় চাঁদপুর, সিলেট কুমিল্লা সহ দেশর বিভিন্ন জায়গায় বাঁশের বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে। চীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঁশ ও বাঁশজাত পণ্য রফতানি করে বিপুল অর্থ আয় করছে। এত উপকারী এই উদ্ভিদের তেমন বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না। এটি যে কোনো পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে মাঝে মধ্যে একটু পানি দিলেই হয়। বাঁশ সাধারণত গুচ্ছ হিসাবে জন্মায় এবং এক একটি গুচ্ছে ১০-৮০টি বাঁশ থাকতে পারে। এসব গুচ্ছকে বাঁশঝাড় বলে।

বাঁশ খুব দ্রুত বেড়ে উঠে। চারা রোপণের ৫ বছরেই পূর্ণাঙ্গ বাগানে পরিণত হয়। কিছু প্রজাতির বাঁশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩৬ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। অর্থ্যাৎ প্রতি ৪০ মিনিটে ১ ইঞ্চি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই বাঁশ যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিয়মিত কেটে পরিষ্কার করতে হবে। দ্রুত বাড়ার কারণে বাঁশ ঝাড় বিক্রি করে ভাল উপার্জনের সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার : মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উদ্ভিদ বাঁশ। আগেকার দিনে শিশু জন্মের পর বাঁশের চটা দিয়ে নাড়ি কাটা হত। আবার মৃত্যুর পর বাঁশের চৌকিতে লাশ বহন করা হত। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে এগুলোর ব্যবহার কমে গেছে। বর্তমানে মুসলিম প্রধান দেশে কবর দেওয়ার জন্য বাঁশের ব্যবহার লক্ষণীয়। এজন্য বাঁশের যত্ন নেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য।

সংগঠন পরিক্রমা

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হতে চাঁদপুর দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মিলনায়তনে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২-এর যেলা পর্যায়ের বাছাইপর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মাওলানা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলম, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (অব.) প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ জাসীবুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক এ. এইচ. এম রায়হানুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক সাজিদুর রহমান।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৯শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল ডি.এস কামিল মাদ্রাসা মিলনায়তনে সোনামণি রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২-এর যেলা পর্যায়ের বাছাইপর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক মুহাম্মদ মুঈনুল ইসলাম ও আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, অত্র মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সদস্য মুহাম্মাদ ওয়াজেদ আলী শাহ, মুহাম্মাদ মুহসিন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কাসেম, অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ মুর্তাযা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহারিয়ার ও জাগরণী পরিবেশন করে সাব্বীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩০শে অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শহরের নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২-এর যেলা পর্যায়ের বাছাইপর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমরুল কায়েসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খিরশিন টিকর আল-হেরা আহলেহাদীছ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম ও হাড়ুপুর হাফেযিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয হোসাইন আল-মাহমূদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাবীবুর রহমান সা'দ ও জাগরণী পরিবেশন করে মুবাশশিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইয়াসীন।

দোগাছী, পাবনা সদর ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় মাদারবাড়িয়া মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২-এর যেলা পর্যায়ের বাছাইপর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন ও নাজমুন নাঈম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে চরঘোষপুর শাখার সোনামণি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম ও জাগরণী পরিবেশন করে চাটমোহর শাখার মুবাশশিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন পাবনা সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস. এম. তারিক হাসান।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় আমরা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট বিশেষ্য দিয়ে বাক্য গঠন শিখেছি। এই সংখ্যায় আমরা জানব সর্বনাম সম্পর্কে। আরবীতে যাকে ضَمِيْر এবং ইংরেজীতে Pronoun বলে। বাংলা ও ইংরেজীতে সর্বনাম ৬টি এবং আরবীতে ১৪টি। নিচের ছক থেকে আমরা সর্বনাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করব।

বাংলা	ইংরেজী	আরবী	বাংলা	ইংরেজী	আরবী
তুমি (পুরুষ)	You	اَنْتَ	সে (পুরুষ)	He	هُوَ
তোমরা (দু'জন পুরুষ)		اَنْتُمَا	তারা (দু'জন পুরুষ)	They	هُمَا
তোমরা (সকল পুরুষ)		اَنْتُمْ	তারা (সকল পুরুষ)		هُمْ
তুমি মহিলা		اَنْتِ	সে (মহিলা)	She	هِيَ
তোমরা (দু'জন মহিলা)		اَنْتُمَا	তারা (দু'জন মহিলা)	They	هُمَا
তোমরা (সকল মহিলা)		اَنْتُنَّ	তারা (সকল মহিলা)		هُنَّ
আমরা	We	نَحْنُ	আমি	I	اَنَا

আমরা সর্বনামগুলোর সাথে পরিচিত হলাম। এগুলোর পরে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট যে কোন শব্দ যোগ করে বাক্য গঠন করা যায়। যা নিম্নরূপ :

বাংলা	ইংরেজী	আরবী
সে যায়েদ।	He is Zayed.	هُوَ زَيْدٌ.
তারা দু'জন আলেম।	They are two Scholars.	هُمَا عَالِمَانِ.
তারা ছাত্রী।	They are students.	هُنَّ طَالِبَاتٌ.
তুমি যয়নাব।	You are Zainab.	اَنْتِ زَيْنَبُ.
তোমরা কৃষক।	You are farmers.	اَنْتُمْ فَلَّاحُوْنَ.
আমি শিক্ষক।	I am Teacher.	اَنَا مُعَلِّمٌ.

চোখ উঠা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

চোখ উঠা (Conjunctivitis) হচ্ছে চোখের এক ধরণের ভাইরাসজনিত ইনফেকশন। এতে মূলত চোখের উপরের আবরণে যন্ত্রণা হয়। চোখ উঠার প্রাথমিক লক্ষণসমূহের মধ্যে চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে যাওয়া অন্যতম। এছাড়া চোখে চুলকানি, জ্বালাপোড়া, খচখচে ভাব, বারবার পানি পড়া, চোখ ফুলে যাওয়া, চোখের পাতায় পুঁজ জমা ইত্যাদি চোখ উঠার লক্ষণ। এসময় চোখের ভিতরে কিছু আছে এমন অনুভূত হয় এবং চোখের পাতা আঠার মত লেগে থাকে। বিশেষ করে ঘুমের পর চোখ খুলতে কষ্ট হয়। তবে এতগুলো উপসর্গ রোগীর ক্ষেত্রে একসাথে দেখা নাও যেতে পারে। এর কয়েকটি দেখা গেলে বুঝতে হবে চোখ উঠেছে।

এটি একটি অতি সাধারণ রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় সতর্ক হলে সাধারণত কয়েক দিন পর এমনিতেই সেরে যায়। তবে অবহেলা করলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ কঠিন হয়ে পড়ে। চোখ উঠেছে বলে মনে হলে নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে।

১. পরিষ্কার তুলা বা নরম কাপড় হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে দিনে কয়েকবার চোখের পাতা ও পাপড়ি পরিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে দু'টি চোখে আলাদা আলাদা তুলা ব্যবহার করা ভালো।

২. এসময় চোখে চাপ পড়ে এমন কাজ যেমন বেশিক্ষণ মোবাইল, কম্পিউটার ব্যবহার করা, ছোট ছোট লেখা পড়া ইত্যাদি করা যাবে না।

৩. চোখ চুলকালেও হাত দিয়ে ঘষাঘষি করা যাবে না। চোখে হাত দিলে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

৪. এই সময়ে কালো চশমা পরা যেতে পারে। এতে বাইরের ধুলাবালি বা বাহ্যিক আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫. ধুলাবালি, আগুন, অতিরিক্ত আলো, রোদ, ময়লা-আবর্জনা, পুকুর বা নদী-নালায় গোসল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. রোগীর ব্যবহৃত রুমাল, তোয়ালে, চশমা আলাদা রাখতে হবে ও নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

৭. ৭-১০ দিনের মধ্যে চোখ উঠা ভালো না হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

যানবাহনের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে বাহনের উপর ডান পা রাখা।

২. উপরে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নীচে নামার সময় *'সুবহানাল্লা-হ'* বলা।

৩. বাহনের সীটে বসার পরে *'আলহামদুলিল্লা-হ'* বলা।

৪. বাহন স্বাভাবিক গতিতে ও রাস্তার ডান দিক দিয়ে চালানো। তবে দেশের নিয়ম ভিন্ন হলে বাম পাশ দিয়ে চালানো যায়।

৫. যানবাহনে নারী, শিশু বা কোন দুর্বল ব্যক্তি আরোহণ করলে তাকে আগে বসার সুযোগ করে দেওয়া।

৬. যানবাহন চলা শুরু করলে সফরের দো'আ *'সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্‌ক্বালিবূন'* পাঠ করা।

৭. গন্তব্যস্থলে পৌঁছে *'আ'ঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* দো'আ পড়া।

> 'আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় থেকে সকলের সাথে মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলাই মুমিনের প্রকৃত সমাজ দর্শন'
>
> *-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।*

কুইজ

১. কীসে অন্তরের মৃত্যু ঘটায়?

উ:...
....
....

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে কোন জনপদে অবতরণ করেছিলেন?

উ:...
....
....
....

৩. 'সংস্কৃতি' কাকে বলা হয়?

উ:...
....
....
....

৪. মসজিদে যেরার কী?

উ:...
....
....
....

৫. ইহূদীদের ক্বিবলা কোনটি এবং তা মদীনা থেকে কোন দিকে অবস্থিত?

উ:...
....
....
....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০২২।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) লাল, নীল ও সবুজ তিন রঙের মিশ্রণ করলে। (২) চল্লিশ বছর। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করল। (৪) কা'বার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত হাজারে আসওয়াদ বরাবর সবুজ বাতির নীচ থেকে। (৫) মাত্বাফ থেকে দেড় মিটার উচ্চতায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : ফরহাদ হোসাইন, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : শীশ মুহাম্মাদ, ৩য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : দেলোয়ার হোসাইন, হিফয বিভাগ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)
(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।
উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

কালোজিরার তেল

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর

৫৬তম সংখ্যা | নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২ | মূল্য : ১৫/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ